

BEGALI (PG) SEM-iv Paper-404

মানভূম বাংলা ভাষা আন্দোলন

বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার জন্য স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকেই বাংলাভাষীরা সংগ্রাম করেছে এসেছে। বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য যে সব আন্দোলন হয়েছে তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মানভূম ভাষা আন্দোলন। নবাবী আমলে বাংলা-বিহার-ওড়িশ্যা একটি সুবার(শাসন) অধিন ছিল। ফলে বাংলার মানচিত্রের বাইরে বাংলা লাগোয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলাভাষী মানুষের বাস ছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা-বিহার-ওড়িশ্যার দেওয়ানী লাভ করে ইংরেজ ইন্ডিয়া কোম্পানি। কর সংগ্রহের সুবিধার জন্য ছোটনাগপুরের জঙ্গল এলাকাকে তারা কয়েকটি খন্ডে ভাগ করে। তেমনি একটি ভাগের নাম হয় মানভূম অঞ্চল যা ১৮৩৩ খ্রী. গঠন করা হয়। এই জেলাটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খন্ডের ধানবাদ ধলভূম ও সেরাইকেলা জেলার কিছু অংশে পড়ে। যাইহোক পরবর্তীতে মানভূম অঞ্চলকে আরও কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। মানভূম ও ধলভূম আসলে ছিল বাংলাভাষী অঞ্চল। ১৯১১ খ্রী. মানভূম ও ধলভূম জেলাদুটিকে বিহার ও ওড়িশ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ খ্রী. মানভূম জেলার ব্যরিস্টার পি আর দাসের নেতৃত্বে বাঙালীরা 'মানভূম সমিতি' গঠন করে। যারা বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া ও এই অঞ্চলকে বাংলা প্রদেশের সাথে যুক্ত করার দাবি জানাতে থাকে।

দেশস্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক রাজ্য পূর্নগঠনের দাবি থেকে সরে আসে। ফলে মানভূম-ধলভূম অঞ্চলের বাঙালীরা বিপদে পড়েন। কারন ১৯৪৮ খ্রী. তৎকালীন বিহার সরকার রাজ্যে হিন্দিকে একমাত্র ভাষা করার চেষ্টা শুরু করে। তার পদক্ষেপ হিসাবে প্রাথমিক ও সরকারী অনুদান যুক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দি মাধ্যমে পড়ানোর নির্দেশ আসে। জেলা স্কুলগুলি থেকে ক্রমশ বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকে ও হিন্দিকে বিহার প্রদেশের সরকারী বা আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাভাষীরা ভাষাগতভাবে ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিলোপ হলে বা গুরুত্ব কমলে বাঙালী সঙ্কটে পড়বে। তাছাড়া ভাষা আবেগেরও বিষয়।

তাই মানভূম জেলার বাংলাভাষীদের মনে ক্রমশ ক্ষোভ জমতে থাকে। এই ক্ষোভ শাসক দলের বাঙালী নেতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ১৯৪৮ খ্রী. ৩০শে এপ্রিল বান্দোয়ান থানায় জাতীয় কংগ্রেসের জেলা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। অধিবেশনে বাংলা ও হিন্দিভাষা নিয়ে সভায় মতবিরোধ দেখা দেয়। তারপর ৩০মে পুরুলিয়া শহরে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনে ভাষা নিয়ে মতবিরোধ আরও প্রকট হয়। অধিবেশনে মানভূমকে বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় কিন্তু ভোটভুক্তিতে (৫৫-৩৭) সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ৩৭ জন সদস্য

জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগী কংগ্রেস নেতারা পরবর্তীতে ঐ বছর ‘লোকসেবক সংঘ’ তৈরী করে বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। বিহার সরকার বাঙালীদের সকল প্রকার সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে। ফলে আন্দোলন সমগ্র মানভূমের বাঙলাভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত ‘লোকসেবক সংঘ’ এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রী থেকে ব্যাপক হারে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের মূল পদ্ধতি ছিল সত্যাগ্রহ। আন্দোলনে ‘টুসু’ গান গাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। তাই একে ‘টুসু সত্যাগ্রহ’ নামেও অভিহিত করা হয়। সেই সময় অনেক গান বাঁধা হয়। যেমন- মন মানে না রে হিন্দী সহিতে।

ভাষা মোদের হরে নিল হিন্দিতে।

মাতৃভাষা হরে যদি

আর কি মোদের থাকে রে।

(তাই) মধু বলে মাতৃভাষার

ধ্বজা হবে বহিতে।। (মধুসূদন মাহাতো, বাঁশবুরু)

‘টুসু সত্যাগ্রহ’ চরমে পৌঁছালে কেন্দ্র সরকার নড়ে ওঠে। ১৯৫৩ খ্রী. ২৯শে ডিসেম্বর ভারত সরকার সৈয়দ ফজল আলির নেতৃত্বে তিন সদস্যের ‘রাজ্য পূর্নগঠন কমিশন’ তৈরী করে। ঐ কমিশন ১৯৫৫ খ্রী. মানভূম জেলার বাঙালী অধ্যুষিত ১৯টি থানা নিয়ে নতুন পুরুলিয়া জেলা গঠনের সুপারিশ করে। তবে তারা বাঙালী অধ্যুষিত ধানবাদ মল্লকুমা ধলভূম জেলার বাঙালী অধ্যুষিত এলাকাকে বিহারে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। বিহারপন্থীরা মানভূম ভাঙার বিরোধীতা করে লাগাতার মানভূম ধর্মঘটের ডাক দেয়। অন্য দিকে ধানবাদ বাঙলায় অন্তর্ভুক্ত না করার প্রস্তাবের বিরোধীতা বাঙালীরাও করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫৬ খ্রী. জানুয়ারী মাসে বাংলা- বিহারকে যুক্ত করে নতুন ‘পূর্বপ্রদেশ’ গঠনের প্রস্তাব দেন। বিহার বিধান সভায় প্রস্তাবটি পাশও হয়ে যায়। কিন্তু বাংলায় এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। ‘লোকসেবক সংঘ’র কর্মিরা ১৯৫৬ খ্রী. ২০শে এপ্রিল কলকাতা অভিমুখে লংমার্চের ডাক দেন। পুরুলিয়ার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে এই পদযাত্রা বাঁকুড়া সোনামুখি বর্ধমান পাড়ুয়া চুচুড়া শ্রীরামপুর ও হাওড়া হয়ে ৬মে কলকাতা পৌঁছায়। ৭মে মহাকরণ অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং ঐ দিন ৯৬৫ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে ৪ঠা মে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ১৯৫৬ খ্রী. ১৭ আগস্ট ‘বাংলা-বিহার সীমান্ত নির্দেশ বিল’ লোকসভায় ও ২৮ শে আগস্ট রাজ্যসভায় পাশ হয়। ঐ বছর ১লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়া জেলা জন্ম নেয় ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ধানবাদ বিহারে থেকে যায়।

(সূত্র:ইন্টারনেট)